বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এর উদ্যোগে এবং The Association of Anti Money Laundering Compliance Officers of Banks in Bangladesh (AACOBB) এর সহযোগিতায় তফসিলি ব্যাংকসমূহের প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা সম্মেলন-২০২৪ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ০১ মার্চ, ২০২৪, কক্সবাজারের ওশান প্যারাডাইস হোটেল অ্যান্ড রিসোর্ট-এ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর জনাব আব্দুর রউফ তালুকদার প্রধান অতিথি হিসেবে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। বিএফআইইউ এর প্রধান কর্মকর্তা জনাব মোঃ মাসুদ বিশ্বাস এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন এ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ এর চেয়ারম্যান (চলতি দায়িত্ব) জনাব মাশরুর আরেফিন ও AACOBB এর চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ জিয়াউল হাসান মোল্লা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ। এছাড়া, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক, ডেপুটি হেড অব বিএফআইইউ, বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণসহ বাংলাদেশে কার্যরত ৬১টি ব্যাংকের প্রধান ও উপ-প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর তাঁর বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশ ২০২৬ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা হতে বের হয়ে সগৌরবে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে শামিল হবে। সে লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০২২ সালে স্মার্ট বাংলাদেশ এর রূপরেখা ঘোষণা করেছেন। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ক্যাশলেস

লেনদেন ২০২৫ সালের মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ এর বেশি, এবং ২০৩১ সালের মধ্যে শতভাগে উন্নীতকরণের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তাই বিভিন্ন পেমেন্ট অবকাঠামোকে ইন্টারঅপারেবল ও সহজলভ্য করে ব্যাংকিং সেবাগুলোর বাইরেও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবা পরিকাঠামোয় আনার জন্য ব্যাংক, এমএফএস এবং পিএসপিসমূহের মধ্যে আন্তঃলেনদেনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ইন্টারঅপারেবল ডিজিটাল ট্রানজেকশন প্লাটফর্ম 'বিনিময়' চালু করা হয়েছে। ক্যাশলেস সোসাইটি গড়ে তোলার জন্য তিনি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে টার্গেট করে পরিকল্পনা গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়াও অপ্রয়োজনীয় ও বিলাসী পণ্যের আমদানি নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিটেন্স পাঠানো উৎসাহিত করা, রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখা ইত্যাদি উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, নন পারফর্মিং ঋণ কমিয়ে আনা ও গভর্নেন্স নিশ্চিত করার জন্য টাইম বাউন্ড অ্যাকশন প্ল্যান গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করতে হবে। ব্যাংকিং খাতকে এগিয়ে নেয়া ও স্মার্ট ইকোনোমি তৈরির জন্য জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে নতুন নতুন আইডিয়া তৈরীর জন্য আহবান জানান। একইসাথে তথ্য প্রযুক্তির বিষয়ে পারদর্শী হওয়ার জন্য বলেন। ঋণ জালিয়াতি, বৈদেশিক বাণিজ্যের আড়ালে অর্থ পাচার, প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভার্চুয়াল কারেন্সি লেনদেন, অনলাইন গ্যাম্বলিং, প্রতারণামূলক কার্যক্রমসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের ঝুঁকি ব্যাংকিং খাতসহ দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করে। তাই তিনি দেশের সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধের লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণকে এ বিষয়ে আরও অধিক সচেতন ও সচেষ্ট হওয়ার আহ্বান জানান এবং তা মোকাবেলায় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করার জন্যও পরামর্শ প্রদান করেন।

AACOBB এর চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ জিয়াউল এইচ মোল্লা নির্ভয়ে এএমএল/সিএফটি কমপ্লায়েন্স জোরদার করার জন্য আহ্বান জানান।

এ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ এর ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মাশরুর আরেফিন তার শুভেচ্ছা বক্তব্যে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে আরো সচেনতা বৃদ্ধির জন্য এবং স্যাংশন মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের সভাপতি বিএফআইইউ এর প্রধান কর্মকর্তা জনাব মোঃ মাসুদ বিশ্বাস তার বক্তব্যে আর্থিক খাতের সুশাসনের অভাবে ঋণ জালিয়াতি, ঋণের অর্থ আত্মসাৎ ও তা বিদেশে পাচার, বাণিজ্য ভিত্তিক মানিলন্ডারিং এর ফলে বাংলাদেশের আর্থিক সেক্টরের উপর নেতিবাচক প্রভাবের বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি স্মার্ট আর্থিক ব্যবস্থার সুফল পেতে হলে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ঝুঁকিমুক্ত একটি স্থিতিশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করার উপর জোর দেন। পাশপাশি ব্যাংকসমূহকে সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্টিং এর ক্ষেত্রে অনলাইন গ্যাম্বলিং, গেমিং, বেটিং, ফরেক্স/ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং, হুন্ডির মাধ্যমে অর্থ পাচারের বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয়ার আহ্বান জানান। এছাড়াও তিনি আলোচ্য সম্মেলন হতে অর্জিত জ্ঞান ব্যাংকসমূহ তাদের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কাঠামো উন্নয়নে কাজে লাগানোসহ পারস্পরিক সমন্বয়ের ভিত্তিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নমুক্ত একটি স্মার্ট আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার আহবান জানান। উল্লেখ্য, আলোচ্য সম্মেলনে অবৈধ হুন্ডি, অনলাইন গেমিং/বেটিং/ফরেক্স ট্রেডিং ও ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেন, বাণিজ্য ভিত্তিক ও ঋণের অর্থ জালিয়াতির মাধ্যমে মানিলন্ডারিং এবং আর্থিক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার কৌশল বিষয়ক তিনটি সেশনে বিষয়ভিত্তিক সমস্যার ধরণ ও তা মোকাবেলার কলাকৌশল বিষয়ক আলোচনা করা হয়।